৬০ • দৈনিক বাংলা

১০ DEC 1991

তারিখ 10 DEC 1991 সংখ্যা ...

পৃষ্ঠা ... ২

কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা—

আবদালি আহমদ ঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অক্টোপাস থাবা বিস্তার করেছে। এর নাম কোচিং সেন্টার ও টিউটরিয়াল হোম। এসব কোচিং সেন্টার অক্টোপাসের মতই জড়িয়ে ধরেছে ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। কি রাজধানী শহর, কি মফস্বল শহর—সর্বত্রই এখন গজিয়ে উঠছে এই কোচিং সেন্টার ও টিউটরিয়াল হোম।

অর্থ উপার্জনের এক সহজ পথ এখন কোচিং ব্যবসা। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে একটি ব্যবসায়ী মহল। জড়িয়ে পড়েছে স্কুল–কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক। ফলে কোচিং ব্যবসা এখন জমজমাট।

এক শ্রেণীর শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষাদানের চেয়ে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা বিক্রীকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কোচিং সেন্টারের কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোচিং ছাড়া যেন আর কোন উপায় নেই। ছাত্র–ছাত্রীরা ছুটছে কোচিং সেন্টারে। অভিভাবকরা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোচিং–এ উৎসাহিত করছেন ছেলেমেয়েদের। এক কথায় শিক্ষা হয়ে উঠছে ব্যবসা নির্ভর, কোচিং নির্ভর।

প্রধান কেন্দ্র ঢাকা ঃ সংখ্যা কত?

এসব কোচিং সেন্টার ও টিউটরিয়াল হোমের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এখন রাজধানী শহর ঢাকা। প্রতিটি পাড়ায়–মহল্লায় (শেষ পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

(প্রথম পৃঃ পর)

গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। এর প্রসার ক্রমেই বাড়ছে।

ঢাকা শহরে কত কোচিং সেন্টার আছে? এর সঠিক হিসাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নেই। তবে এর উপর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে দেখা গেছে নামে–অনামে দু'শতাধিক কোচিং সেন্টারে এখন ছাত্র–ছাত্রীদের কোচিং দেয়া হচ্ছে। শুধু ক্যাডেট কলেজেই ভর্তির জন্যে ৫০টিরও বেশী কোচিং সেন্টার এখন ঢাকায় রয়েছে। কত রকম কোচিং হয় ঐসব কোচিং সেন্টারে? এর উপরও আমরা অনুসন্ধান করেছি। অন্তত ১৫টি ক্ষেত্রে কোচিং ব্যবসা চলছে রাজধানী ঢাকায়।

এগুলি হচ্ছে নামী–দামী স্কুলে ভর্তির কোচিং, কলেজে ভর্তির কোচিং, ক্যাডেট কলেজে ভর্তির কোচিং, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার কোচিং, এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের জন্য কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স কোর্স ও মাষ্টার্স প্রিলিমিনারী কোর্সে ভর্তির কোচিং, এমবিএ এবং আইসিএমএ'তে ভর্তির কোচিং, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তির কোচিং, এলএলবি সনদ পরীক্ষার জন্য কোচিং, বিসিএস পরীক্ষার কোচিং এবং ব্যাংকে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ–এর কোচিং। এমনকি সেনাবাহিনীর অফিসার পদে চাকরির জন্য আইএসএসবি পরীক্ষা উত্তীর্ণের জন্যেও ঢাকায় কোচিং দেয়া হচ্ছে।

নামী–দামী কলেজ এবং ক্যাডেট কলেজে ভর্তির কোচিং শেষ করে ঢাকার কোচিং সেন্টারগুলো এখন সেরা স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তির কোচিং নিয়ে ব্যস্ত। কোচিং সেন্টারগুলো একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির জন্যেও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোচিং সেন্টার কি ধন্বন্তরী?

বর্তমানে প্রতিদিন পত্রিকায় ঈপ্সিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ভর্তির গ্যারান্টি', 'ভাল রেজাল্টের গ্যারান্টি' এবং 'চাকরির গ্যারান্টি' দিয়ে কোচিং সেন্টার ও টিউটরিয়াল হোমগুলোর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টি জাতীয় দৈনিকে এ ধরনের বিজ্ঞাপন গত এক সপ্তাহে ১০৫টির মত ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯টি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যালে ভর্তির কোচিং–এর বিজ্ঞাপন। বাকীগুলোর মধ্যে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি ও স্কুলে ভর্তির কোচিং–এর বিজ্ঞাপন।

এসব কোচিং সেন্টার ও টিউটরিয়াল [illegible] টাকা পর্যন্ত ফি নেয়া হয়। কোন কোন টিউটরিয়াল হোমের মাসিক আয় [illegible] পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত। রাজধানীর কোন কোন কোচিং সেন্টারের শাখা জেলা শহরগুলোতেও রয়েছে। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে ঐ শাখার ঠিকানা এবং ফোন নম্বরও দেয়া থাকে।

রমরমা ব্যবসা

বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং–এ ভর্তির সীমিত সুযোগ এবং ক্যাডেট কলেজ ও নামী–দামী স্কুল–কলেজের প্রতি অভিভাবক–শিক্ষার্থীর তীব্র আগ্রহের সুযোগ নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো রমরমা ব্যবসা করছে। কোন কোন কোচিং সেন্টার তাদের বিজ্ঞাপনের পেছনেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। এ ব্যয়ের পরিমাণ থেকেই আয় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার একই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেয়ার পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন স্থানে সাইন বোর্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন টানিয়েছে। দেয়ালে সাঁটানো হয়েছে পোস্টার। রাজধানীর প্রতিটি সেরা স্কুলের সামনে আকর্ষণীয় ব্যানার ঝুলছে। ব্যানার ঝুলছে স্টাফ কোয়ার্টারস, কলোনী ও বিভিন্ন পাড়া–মহল্লায়। জুমার নামাজ শেষে মুসল্লীদের হাতে হাতেও এসব কোচিং সেন্টারের হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দেয়া হয়।

কোচিং সেন্টারগুলো বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করছে চটকদার ভাষা। বিজ্ঞাপনে 'একশভাগ গ্যারান্টি' ও 'সাফল্যের ফিরিস্তি'রও শেষ নেই। এগুলো সহজেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় ঃ একটি কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েছে—"বিগত বছরগুলোতে বিস্ময়কর সাফল্যের পর ১৯৯২ সনে ক্যাডেট

অক্টোপাসের থাবা

সালে ৫৫ জনের মধ্যে ৩০ জন কোচিং-প্রাপ্ত ছাত্র ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজসমূহের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।" অন্য একটি কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, 'স্টারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা কোচিং দেয়া হয়।' বিজ্ঞাপনে আরও বলা হচ্ছে ঃ শতকরা ১০০ ভাগ প্রশ্ন কমন পড়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি কোচিং সেন্টার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"ঢাকা শহরের সর্বাপেক্ষা অভিজাত ও স্বনামধন্য স্কুল-কলেজের অত্যন্ত অভিজ্ঞ বোর্ড পরীক্ষক ও অধ্যাপকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে সার্বিক দায়িত্বে কোচিং।" ছাত্র ও অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার জন্য এ ধরনেরই 'টোপ' ফেলা হচ্ছে।

একটি কোচিং সেন্টারের আয় কত?

অনুসন্ধানকালে জানা যায়, কোন একটি প্রি–ক্যাডেট টিউটরিয়াল হোম বা কোচিং সেন্টার দু'মাসের জন্য আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা এবং অনাবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে তিন-চার হাজার টাকা করে নিচ্ছে। এসব কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে গুরুত্ব দিয়ে লেখা থাকে 'উন্নত. ঘরোয়া. আবাসিক ব্যবস্থা, যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা, উন্নতমানের নোট ও সাজেশন প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।'

আবাসিক ছাত্রদের জন্য যেসব কোচিং সেন্টার জনপ্রতি পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা নেয়, সেগুলিতে ১০০ জন ছাত্র থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। অনাবাসিক ছাত্রদের ব্যাচ ও গ্রুপ করে পড়ানো হয়। প্রতিটি ব্যাচে ১৫ থেকে ২০ জন করে প্রতিদিন চার–পাঁচটি ব্যাচ পড়ানো হয়। ক্লাস একটি ব্যাচের তিন থেকে চারদিন। এভাবে ঐ ধরনের কোচিং সেন্টারের আয় দু'মাসে দশ–বারো লক্ষ টাকা।

জেলা শহরগুলোতেও—

ঢাকা শহর এককভাবে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারের সংখ্যাই বেশী। জেলা শহরগুলোতেও এ ধরনের কোচিং সেন্টার ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাডেট কলেজে ১৯৯১ সালের জন্য ভর্তি শেষ হয়ে গেছে। ঐ সেন্টারগুলো এখন ১৯৯২ সালের ভর্তির কোচিং-এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ক্যাডেট কলেজের প্রতি শিক্ষা- [illegible] অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করলে তারা [illegible] বাইরের স্কুল-গুলিতে বিভিন্ন কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। কয়েকজন অভিভাবকের মতে, ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করাতে পারলে সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা থাকে। তাছাড়া অন্ততঃ এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য গত কয়েক বছরে কোচিং সেন্টার অনেক বেড়েছে। এখানেও মোটা অংকের ফি নিয়ে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তির কোচিং দেয়া হয়। কোচিং–এর জন্য জনপ্রতি ৬শ থেকে ৮শ টাকা নেয়া হয়। কোচিং–এর পাশাপাশি বিক্রী করা হয় হরেক রকম গাইড। যার মূল্য প্রতিটি ৫০ থেকে ৭৫ টাকা।

মালিক কে, কোচ কারা

এসব কোচিং সেন্টারে কোচ কারা? এর উপরও আমাদের অনুসন্ধান রয়েছে। প্রথমত একজন ব্যবসায়ী এ ধরনের কোচিং সেন্টার খোলেন। এরপর কোচিং দেয়ার জন্য শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, পেশাদার টিউটর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং–এর ছাত্র, শিক্ষিত বেকার ও সদ্য এসএসসি-এইচএসসি পাস করা স্টার পাওয়া ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে মাসে জনপ্রতি ৩ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়। একটি কোচিং সেন্টারে পাঁচ–ছয় জন শিক্ষক কোচিং দিয়ে থাকেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে স্কুল–কলেজের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি কোচিং সেন্টার নিয়ে আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আর্থিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ